ঝিনাইদহে গৃহবধূ মঞ্জুরী ’র মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে গৃহবধূ মঞ্জুরী অধিকারী ’র মৃত্যুর সঠিক কারণ উদঘাটনের জন্য তদন্তের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

বুধবার সকালে শহরের পোষ্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে মৃত গৃহবধুর স্বজন ও এলাকাবাসী। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে মঞ্জুরীর পরিবারের সদস্যসহ প্রতিবেশীরা অংশ নেয়।

সেসময় বক্তব্য রাখেন , মঞ্জুরীর স্বজন শ্বাশতী অধিকারী , সাদ্দাম , সুনিল , আজিজুল রহমান , সাথী , বিথী , রোকেয়াসহ অন্যান্যরা।

সেসময় বক্তারা অভিযোগ করে বলেন , মঞ্জুরী অধিকারীকে তার স্বামী ইমন দাস নেশাজাতীয় দ্রব্য খাইয়ে গলা টিপে হত্যা করে আত্মহত্যা বলে চালানোর চেষ্টা করছে। তাই মৃত্যুর সঠিক কারণ বের করে দোষীদের আইনের আওতায় আনার দাবী জানান তারা।

গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ঝিনাইদহ শহরের কাঞ্চনপুর মধ্যপাড়ার একটি ভাড়া বাসা থেকে মুঞ্জরী রানীর মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

দর্শনায় ট্রেনের ইঞ্জিনের ধাক্কায় আহত বাইসাইকেল আরোহীর মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় চলন্ত মালবাহী ভারতীয় ট্রেনের ইঞ্জিনে বাইসাইকেল চালকের ধাক্কা লেগে মৃত্যু হয়েছে। গত রবিবার বিকাল ৫ টায় চুয়াডাঙ্গার দর্শনার শ্যামপুরের আসাদুল মণ্ডল (৬৫) জয়নগর মাঠ থেকে কাজ শেষ করে বাইসাইকেলে রেল লাইনের পাশের রাস্তা দিয়ে বাড়ি

ফিরছিলেন।

এসময় দর্শনা বন্দরে আসা একটি মালবাহী ট্রেনের সাথে বাইসাইকেলের ধাক্কা লাগলে সাইকেলসহ কিছুদূর টেনে হেচড়ে যাওয়ার পর খাদে পরে যায়। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আহত আশাদুল মন্ডল দর্শনা পৌরসভার শ্যামপুর গ্রামের মৃত্য আজিজুল মন্ডলের ছেলে।

পরে তার অবস্থার অবনতি হলে তাকে ফরিদপুরের একটি হাসপাতালে নেয়া হলে রাতে সেখানেই তার মৃত্যু হয়। আজ সোমবার বাদ আছর গ্রামের কবর স্থানে জানাজা শেষে তার দাফন সম্পর্ন হয়।

ঝিনাইদহ জেলা কারাগারে দন্ডপ্রাপ্ত কয়েদির মৃত্যু

ঝিনাইদহ জেলা কারাগারে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন মামলায় দন্ডপ্রাপ্ত মিলন লস্কর (৩০) নামে এক কয়েদির মৃত্যু হয়েছে।

আজ সোমবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) সকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়। সে ঝিনাইদহ পৌর এলাকার পরবহাটি গ্রামের আতিয়ার লস্করের ছেলে ।

খবরটি নিশ্চিত করেছেন জেলা কারাগারের জেলার মহিউদ্দিন হায়দার। তিনি জানান কারাগারেরর চিত্রা ৩ নং ওয়ার্ডের কয়েদি ছিলেন মিলন। ফজরের নামাজ আদায় শেষে সকাল ৬ টা ৪০ মিনিটের সময় হঠাৎ অসুস্থ্য হয়ে পড়ে সে। দ্রুত তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তৃব্যরত চিকিৎসক তার মৃত ঘোষনা করেন। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক ভাবে ধারণা করা হচ্ছে তবে ময়না তদন্তের রির্পোর্টে সঠিক তথ্য জানা যাবে।

তিনি আরও জানান নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে গত ২ জানুয়ারি মিলনকে ১৪ বছরের কারাদন্ড প্রদান করেন আদালত। সেই থেকে কারাগারের চিত্রা ৩ নং ওয়ার্ডে রাখা হয়েছিল তাকে। হাসপাতালে ময়না তদন্ত

শেষে মরদেহটি পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।

জীবননগরে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটে একজনের মৃত্যু

জীবননগরে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটে একজনের মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকাল ৫ টার সময় জীবননগর পৌরসভার ০৯ নং ওয়ার্ডের নতুন তেতুলিয়া গ্রাম এ ঘটনা ঘটে।

নিহত মোঃ আরিফুল হক (৩০) নতুন তেতুলিয়া গ্রামের মোঃ মোজাম্মেল হকের ছেলে। নিহতর পরিবার সুত্রে জানা গেছে, নিহত আরিফুল হক তার নিজ বাড়ীতে ঘরের ভেতর বৈদ্যুতিক কাজ করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত সক লেগে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যায়। বাড়ীর লোকজন বিষয়টি টের পেয়ে তাৎক্ষণিক তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য জীবননগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

জীবননগর পৌর সভার ৯নং ওয়াড কাউন্সিলার মোঃমতিয়ার রহমান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেন।

জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এস,এম জাবীদ হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, নিহত আরিফুল তার নিজ বাড়িতে বৈদ্যুতিক লাইনের কাজ করছিল এ সময় অসাবধানবশত বৈদ্যুতিক শর্ট-সার্কিটে তার মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় জীবননগর থানায় একটা অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।

মিরসরাইয়ে পাহাড়ি ঝর্ণা থেকে

পড়ে মেডিকেল শিক্ষার্থী আনাসের মৃত্যু

মিরসরাইয়ে পাহাড়ি ঝর্ণা থেকে পড়ে আল শাহরিয়ার আনাস নামের এক মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে খৈইয়াছড়া ঝর্ণা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহত খন্দকার আল শাহরিয়ার আনাস আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার থানাপাড়ার বাসিন্দা খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুনের ছেলে। তাঁর পিতা বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক পদে দায়িত্বে রয়েছেন। নিহত শাহরিয়ার আনাস রাজশাহীর ক্যাপ্টেন এম মুনছুর আলী মেডিকেল কলেজের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী ছিল।

পরিবার সূত্রে জানাযায়, বন্ধুর আমন্ত্রণে মিরসরাইয়ে গত ১৪ ফেব্রুয়ারি গতকাল বুধবার তারা মেডিকেল কলেজ থেকে ৮ বন্ধু ঘুরতে যায়। তাঁর বন্ধুর কাকা নিতেন কুমারের বাড়িতে ওঠেন। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে খৈইয়াছড়া পাহাড়ি ঝর্না দেখতে যান। পর্যায়ক্রমে সবাই পাহাড়ের উপরে উঠলেও পা পিছলে শাহরিয়ার আনাস নিচে পড়ে যায়। এতে সে গুরুত্বর আহত হয়ে পানিতে ভাসতে থাকে। এক পর্যায়ে দুপুরে মিরসরাই ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন দুঃখ ভরা কন্ঠে জানান, শাহরিয়ার আনাস মেডিকেল কলেজে ভর্তি হওয়ায় আমরা অনেক খুশি হয়েছিলাম। বন্ধুদের সাথে ঘুরতে গিয়ে এমন মৃত্যু খুবই দুঃখজনক।

তিনি আরো বলেন, আনাসকে নিয়ে তার মা-বাবার অনেক স্বপ্ন ছিল। বাবা আব্দুল্লাহ আল মামুনের ইচ্ছা ছিল ছেলেকে চিকিৎসক বানাবেন। সেই সন্তানের এমন করুণ মৃত্যু কোনোভাবেই মানতে পারছেন না মা-বাবা। ছেলে নেই এ কথা তারা ভাবতেই পারছেন না। দু’জনই এখন পাগলপ্রায়।

নিহতের পিতা আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, গতকাল বুধবার ৮ বন্ধু পাহাড় ভ্রমণে যায়। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে তাঁর বন্ধুদের ফোনে জানতে পারি, আনাস আর বেঁচে নেই। স্বপ্ন ছিল, ছেলে চিকিৎসক হবে। স্বপ্ন রয়েই গেলো, ছেলে হারিয়ে গেলো।

এদিকে, ব্যবসায়ীক সংগঠন বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহকে তাঁর ছেলের অকাল মৃত্যুতে শোক সমাপ্তি জানাতে হাজির হন আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী মহল উপস্থিত হন।

গাংনীতে বিদ্যুৎপৃষ্ঠে কৃষকের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে সেচপাম্প বন্ধ করতে গিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্টে আমিরুল ইসলাম (৪৫) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার (৩ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত আমিরুল ইসলাম গাংনী উপজেলার জালশুকা গ্রামের উত্তরপাড়ার মৃত আব্দুস সাত্তার বিশ্বাসের ছেলে।

স্থানীয়রা জানায়, আমিরুল ইসলাম তার বাড়ির পাশের কৃষি জমিতে সেচ দেওয়া শেষে বৈদ্যুতিক সেচ পাম্পের সুইচ বন্ধ করার সময় বিদ্যুৎপৃষ্ঠে মারাত্মক আহত হয়। পরের স্থানীয়রা গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ নিয়ে আসে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের চিকিৎসক ডা. ফারুক হোসেন জানান, আমিরুল ইসলামকে হাসপাতালে নেয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম কৃষক আমিরুল ইসলামের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দর্শনার ছয়ঘরিয়ায় বিষপানে ব্যবসায়ীর মৃ *ত্যু

দর্শনার ছয়ঘরিয়ায় ঝনের বোঝা সইতে না পেরে এক ব্যবসায়ী শফিউদ্দিন ঝন্টু (৪৮), ঘাস মারা বিষপান করে আত্নহত্যা করেছে। সে দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর -মদনা ইউনিয়নের ছয়ঘরিয়া গ্রামের মৃত্য আব্দুর রহমানের ছেলে।

জানাগেছে গত ২১ জানুয়ারি রাত ১০ টার দিকে বাড়িতে থাকা ঘাস মারা বিষপান করে। আশেপাশের লোকজন তাকে চুয়াডাঙ্গা হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালের চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী রেফার্ড করেন।

রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ সোমবার দুপুর আড়াইটার দিকে মারা যায়।
পারিবারিক সুত্রে জানাযায় , তিনি পেশায় একজন ভুসি মালের ব্যবসায়ী এরই সূত্র ধরে বিভিন্ন এনজিও হতে লোনসহ অন্যান্য স্থানে দেনাদায়ে জর্জরিত হয়ে মানসিক টেনশনে বিষ পান করে আত্মহত্যা করছে। গতকালই তার লাশ গ্রামের কোবরস্থানে দাফন সম্পর্ন হয়েছে।

দামুড়হুদায় সড়ক দুর্ঘটনায় মুন্নার মৃ *ত্যু

দামুড়হুদায় সড়ক দুর্ঘটনায় মুন্নার মৃত্যুতে বিভিন্ন মহলের শোক প্রকাশ করেছে। আজ সোমবার বেলা ৩ টার দিকে দামুড়হুদা গার্লস স্কুলের সামনে মটর সাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাখি ভ্যানের এক্সেলে মুখ ও মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হয়ে অকালে প্রান হারায়। নাঈম রহমান মুন্না (২৫)।

পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানাগেছে আজ সোমবার বেলা ৩ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার সদরের দশমী পাড়ার মোমিনের ছেলে নাঈম রহমান

মুন্না দামুড়হুদা বাজার থেকে নিজের ব্যবহৃত পালসার -১৫০ সিসি লাল - কালো রংয়ের মোটরসাইকেলের পিছনে চাউলের বস্তা নিয়ে বাসস্ট্যান্ডের দিকে বাড়ি আসছিলো। দামুড়হুদা গার্লস স্কুলের সামনে এসে পৌঁছালে হঠাৎ মোটরসাইকেলের পিছনে থাকা চাউলের বস্তার মুখ খুলে পড়ে যাচ্ছিল, তখন বস্তা ধরতে গিয়ে সে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পাকা রাস্তার উপর বিপরীত দিক থেকে আসা পাখি ভ্যানের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল চালক মুন্না মাথায় ও মুখে গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়। ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকজন আহত মুন্নাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেলে রেফার করেন। রাজশাহী মেডিকেলে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে আহত মুন্না মৃত্যবরন করেন।

মুন্নার মৃত্যুর খবর দামুড়হুদায় ছড়িয়ে পড়লে পুরো উপজেলা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে আসে। মুন্না ছেলে হিসেবে ছিল খুবই ভালো, সব সময় ছিল নম্র ব্যবহার। উপজেলা জুড়ে ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে তার ছিল সুখ্যাতি। দামুড়হুদা মালিক সুপার মার্কেটে স্মার্ট কালেকশনের স্বত্বাধিকারী ছিলো মুন্না। খেলাধুলা করতে সে খুব পছন্দ করতো, সে একজন চুয়াডাঙ্গার ক্রীড়াঙ্গনের উদীয়মান তারকা (হ্যান্ডবল + ভলিবল) ভালো খেলোয়াড় ছিল। তার মৃত্যুতে দামুড়হুদার বিভিন্ন মহল শোক প্রকাশ করেছে।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শফিউল কবির ইউসুফ বলেন, মুন্না খুব ভালো ছেলে ছিল, সবার সাথে ওর খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। মুন্নার অকাল মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। আমরা ওর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই এবং মুন্না’র রুহের মাগফেরাত কামনা করি।

চুয়াডাঙ্গা জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এখলাছ উদ্দিন সুজন বলেন, গতমাসে ডিসেম্বর ১৮ তারিখে, আমার ক্যামেরায় মুন্নার একটি শেষ তোলা ছবি আছে, শেষ দেখাও ওটাই ছিলো। বলেছিলো কাকা এবারও দেখা হবে ঢাকা হ্যান্ডবল মাঠে। কমপ্লিট এথলেট ভদ্র স্পোর্টি তরুণের জীবন প্রদীপ নিভে গেল। মুন্নার রুহের মাগফেরাত কামনা করি। মহান রাব্বুল আলামিন তাকে জান্নাত নসিব করুন।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবীর বলেন, এখনো কারো কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গাংনীতে বিদ্যুৎস্পর্শে চা দোকানির মৃত্যু

মেহেরপুরে বিদ্যুৎস্পর্শে এক চা দোকানির মৃত্যু হয়েছে। নিহতের নাম ইসরাইল হোসেন। মঙ্গলবার (২ জানুয়ারি) সকাল ৬টার দিকে বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ দিতে গিয়ে এ ঘটনা ঘটে।

মৃত ইসরাইল গাংনী উপজেলার বাওট গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে। তিনি মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বাওট বাজারে চা বিক্রির ব্যবসা করতেন।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, ইসরাইল হোসেন মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের বাওট বাজারে চা বিক্রি করতেন। মঙ্গলবার সকালে ইসরাইল দোকানে এসে বিদ্যুতের তার মেরামত করার সময় বিদ্যুৎস্পর্শ হন। ঘন কুয়াশা থাকায় কিছুই দেখা যায়নি।

সকাল সাড়ে ৭টার দিকে মসজিদে কোরআন পড়তে আসা শিশুরা ছাদ থেকে একজন পড়ে থাকতে দেখে চিৎকার দেয়। স্থানীয়রা দ্রুত সেখান থেকে ইসরাইল হোসেনকে উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে পরবর্তীতে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন

গাংনীতে দুই মোটরসাইকেল সংঘর্ষে কলেজ শিক্ষকের মৃত্যু

মেহেরপুর গাংনীতে মোটরসাইকেল মুখোমুখি সংঘর্ষে কাজিপুর কলেজের সহকারী অধ্যাপক ও মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এলাকা পরিচালক রিয়াজ আহমেদ (৪৫) নিহত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার (২ জানুয়ারী) তিনটার সময় ঢাকা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট

অব নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। রিয়াজের মামাত ভাই বশির আহমেদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

রিয়াজ আহমেদ গাংনী উপজেলার বাদিয়াপাড়া গ্রামের মাঠপাড়া এলাকার আহমেদ আলীর ছেলে। সে কাজিপুর ডিগ্রি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও মেহেরপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির এলাকা পরিচালক। তিনি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের গাংনী উপজেলা শাখার সাবেক সভাপতি ছিলেন।

গতকাল সোমবার (১ জানুয়ারী) সকাল সাড়ে ৭ টার সময় মেহেরপুর - কুষ্টিয়া আঞ্চলিক সড়কের চেংগাড়া চোখতোলা মাঠের মাঝখানে বিপরীতে দিক থেকে আসা অপর একটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মারাত্বক আহত হন। এঘটনায় অপর মোটরসাইকেল আরোহী সোনালী ব্যাংকের জোড়পুকুরিয়া শাখার ক্যাশিয়ার রাসেল আহম্মেদ আহত হন।

স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্মরত চিকিৎসক বোধা দাস গুপ্ত (বিডি দাস) তাদের দুজনকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করেন। কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রিয়াজ আহমেদের অবস্থার আরো অবনতি হলে দুপুরের দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। সেখান থেকে ঢাকা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্স হাসপাতালে নেয়া হয়।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম নিহতের পারিবারিক সুত্রের বরাত দিয়ে এই তথ্য নিশ্চিত করেন।